গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, রাজশাহী
উন্নয়ন শাখা

রাজশাহী বিভাগীয় উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির আগস্ট/২০২১ মাসের সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	ড. মো: হুমায়ুন কবীর বিভাগীয় কমিশনার
সভার তারিখ	১৭ আগস্ট, ২০২১ খ্রি.
সভার সময়	বেলা ১১.৩০ টা
স্থান	বিভাগীয় কমিশনার, রাজশাহী'র সম্মেলন কক্ষ (জুম সফ্টওয়ারের মাধ্যমে অনলাইনে)
উপস্থিতি	...

সভায় উপস্থিত জেলা প্রশাসক (সকল), রাজশাহী বিভাগ এবং জুম প্লাটফর্মেযুক্ত সকলকে স্বাগত জানিয়ে রাজশাহী বিভাগীয় উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভা শুরু করা হয়। সভাপতির অনুমতিক্রমে অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (উন্নয়ন ও আইসিটি) গত সভার কার্যবিবরণীর সিদ্ধান্তসমূহ পাঠ করে শোনান। সভাপতি গত সভার কার্যবিবরণীতে কোনো সংশোধনী আছে কিনা তা জানতে চান। কোন সংশোধনী না থাকায় সর্বসম্মতিক্রমে গত সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ করা হয়। অত:পর বিভিন্ন দপ্তরের সাথে স্ব-স্ব দাপ্তরিক বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়:

<table>
<tr><th>ক্র. নং</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নকারী</th></tr>
<tr><td>১</td><td><u>বিগত সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ :</u>

সভাপতি গত ২১ জুন, ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভার কার্যবিবরণীতে কোন সংশোধনী আছে কিনা সে বিষয়ে সভায় উপস্থিত সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কোন সংশোধনী না থাকায় উক্ত সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ করার বিষয়ে আলোচনা হয়।</td><td>১। গত ২১ জুন, ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত বিভাগীয় উন্নয়ন সমন্বয় সভার কার্যবিবরণীতে কোন সংশোধনী না থাকায় সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকরণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।</td><td>অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (উন্নয়ন ও আইসিটি), রাজশাহী</td></tr>
<tr><td>২</td><td><u>বিগত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন হার:</u>

বিগত ২৭ এপ্রিল, ২০২১ ও ২১ জুন, ২০২১ মাসে অনুষ্ঠিত রাজশাহী বিভাগীয় উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন হার পর্যালোচনা করা হয়, যা নিম্নরূপ:

<table>
<tr><th>মাসের নাম</th><th>গৃহীত সিদ্ধান্ত সংখ্যা</th><th>বাস্তবায়িত সিদ্ধান্ত সংখ্যা</th><th>সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন হার</th></tr>
<tr><td>এপ্রিল/২১</td><td>৪৪</td><td>৪২</td><td>৯৫.৪৫%</td></tr>
<tr><td>জুন/২১</td><td>৩৮</td><td>৩৬</td><td>৯৪.৭৩%</td></tr>
</table>

শতভাগ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য বিভাগীয় উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সদস্যদের নির্দেশনা প্রদান করা হয়।</td><td>১। শতভাগ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের বিষয়ে সচেষ্ট হতে হবে।</td><td>বিভাগীয় উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সদস্যবৃন্দ</td></tr>
<tr><td>৩</td><td><u>আইএমইডি:</u>

রাজশাহী বিভাগে চলমান স্ব স্ব দপ্তরের আওতাধীন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোন সমস্যা পরিলক্ষিত হলে এবং সমন্বয়ের প্রয়োজন হলে সভায় আলোচনা করার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়।</td><td>১। রাজশাহী বিভাগে চলমান স্ব স্ব দপ্তরের আওতাধীন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোন সমস্যা পরিলক্ষিত হলে এবং সমন্বয়ের প্রয়োজন হলে সভায় আলোচনা করতে হবে।</td><td>১। মহাপরিচালক, আইএমইডি, ঢাকা

২। সংশ্লিষ্ট দপ্তর প্রধানগণ</td></tr>
<tr><td>ক্র: নং</td><td>আলোচনা</td><td>সিদ্ধান্ত</td><td>বাস্তবায়নকারী</td></tr>
<tr><td>৪</td><td><u>কোভিড-১৯ প্রতিরোধ সংক্রান্ত:</u></td><td></td><td></td></tr>
</table>

	পরিচালক (স্বাস্থ্য), সভায় জানান যে, রাজশাহী বিভাগের রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নওগাঁ, পাবনা, বগুড়া ও জয়পুরহাট এই ৬টি জেলায় কোভিড-১৯ সংক্রমণের হার অনেক কম, কোন জেলায় ৫% আবার কোন জেলায় ৭%। বর্তমানে সিরাজগঞ্জ জেলায় সংক্রমণের হার ৩০% এবং নাটোর জেলায় ২২%। সিরাজগঞ্জ ও নাটোর জেলাসহ অন্যান্য জেলাতেও সংক্রমণের হার আগে অনেক বেশি ছিল, বর্তমানে সংক্রমণের হার অনেক কমে এসেছে। আরটিপিসিআর ল্যাব, র‍্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট এবং জিন এক্সপার্ট এই ৩টি মেশিনের মাধ্যমে কোভিড-১৯ শনাক্তকরণে নমুনা পরীক্ষা করা হচ্ছে। এ বিভাগে মোট ৫,৫৯,৯৪৬টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তন্মধ্যে ২০২০ সালে ১,৭৮,২০৮টি এবং ২০২১ সালে ১৬/০৮/২০২১ তারিখ পর্যন্ত ৩,৮১,৭৩৮টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। এ বিভাগে মোট শনাক্ত হয়েছে ৯২,০৪৪ জন। শনাক্তের হার ১৬.৪৪%। এই শনাক্তের হার ২০২০ সালে ছিল ১৩% এবং ২০২১ সালে ১৭.৭%। ৯২,০৪৪ জন করোনা আক্রান্ত রোগীর মধ্যে ৭৪,০০০ জন সুস্থ হয়েছে। সুস্থতার হার ৮০%। ১,৪৯১ জন রোগীর মৃত্যু হয়েছে। মৃত্যু হার ১.৬২%। ২০২০ সালে মৃত রোগীর সংখ্যা ছিল ৩৬৬ জন এবং ২০২১ সালে ১৬/০৮/২০২১ তারিখ পর্যন্ত মৃত রোগীর সংখ্যা ১১২৫ জন। এ বিভাগের ৮ জেলার মধ্যে বগুড়া জেলায় মৃত্যুর হার সবচেয়ে বেশি। তবে আগের তুলনায় বর্তমানে প্রতিটি হাসপাতালে করোনা আক্রান্ত রোগী কম পাওয়া যাচ্ছে এবং মৃত্যুর সংখ্যাও কম। হাট-বাজার, শপিংমল ও অন্যান্য জনসমাগম বেশি এমন স্থানে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ প্রতিরোধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখার বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। গত ০৭/০২/২০২১ তারিখ থেকে ভ্যাকসিনেশন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। গত ০৭/০৮/২০২১ তারিখে ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত ভ্যাকসিনেশন ক্যাম্পেইন কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়েছে। ঐ ১ দিনে ইউনিয়ন পর্যায়ে ৩,৮১,৯৫২ জন এবং রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনে ৭৫,০৬০ জন মোট ৪,৫৭,০১২ জনকে ভ্যাকসিন প্রদান করা হয়েছে। এ বিভাগে গত ০৭/০২/২০২১ তারিখ থেকে শুরু করে ১৬/০৮/২০২১ তারিখ পর্যন্ত অক্সফোর্ড ভ্যাকসিন ১ম ডোজ প্রদান করা হয়েছে ৬,৩৯,৮৫০ জনকে, সিনোফার্ম ভ্যাকসিন ১ম ডোজ প্রদান করা হয়েছে ৯,৭০,০৫৬ জনকে এবং মর্ডানার ভ্যাকসিন ১ম ডোজ প্রদান করা হয়েছে ২,০০,৬৯৯ জনকে। অক্সফোর্ড, সিনোফার্ম এবং মর্ডানার ভ্যাকসিন প্রদান কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। বর্তমানে রাজশাহী বিভাগে কোভিড-১৯ পরিস্থিতি ভাল অবস্থানে রয়েছে। কোভিড-১৯ সংক্রমণরোধে ভ্যাকসিন নেয়ার পরেও সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা এবং মাস্ক ব্যবহার বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। তিনি আরো জানান যে, প্রায় সব বিভাগেই ডেঙ্গুর প্রভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। রাজশাহী বিভাগে এ সময় ৮ জন ডেঙ্গু রোগীকে শনাক্ত করা হয়েছে। তন্মধ্যে বগুড়া জেলায় ৩ জন, সিরাজগঞ্জ জেলায় ৩ জন, নওগাঁ জেলায় ১ জন এবং পাবনা জেলায় ১ জন। এই ৮ জন রোগী বিভিন্ন জেলা হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছে। এই ৮ জন ডেঙ্গু রোগীর মধ্যে বগুড়া জেলায় ১ জন রোগীর মৃত্যু হয়েছে। ডেঙ্গু	১। হাট-বাজার, শপিংমল ও অন্যান্য জনসমাগম বেশি এমন স্থানে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ প্রতিরোধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে। ২। সুষ্ঠুভাবে ভ্যাকসিন প্রদান কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। ৩। কোভিড-১৯ প্রতিরোধে ভ্যাকসিন নেয়ার পরেও মাস্ক ব্যবহার, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা অর্থাৎ স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার বিষয়ে জনগণকে উৎসাহিত করতে হবে। ৪। ডেঙ্গু প্রতিরোধে জনসচেতনতামূলক প্রচার-প্রচারণাসহ প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	১। পরিচালক (স্বাস্থ্য), রাজশাহী বিভাগ ২। জেলা প্রশাসক(সকল), রাজশাহী বিভাগ ৩। পরিচালক, রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ৪। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন

	প্রতিরোধে জনসচেতনতামূলক প্রচার-প্রচারণাসহ প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করা হয়।		
ক্র. নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৫	**খাদ্য বিভাগ:** সভায় জানানো হয় যে, বর্তমানে বোরো/২০২১ সংগ্রহ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ধান সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা =১০৭৩৪৯ মে.টন, সংগ্রহ =৩২২৮০ মে.টন (৩৫.৬৬%) বোরো চাল সংগ্রহের মূল লক্ষ্যমাত্রা =২২৩৬৪৪ মে.টন, সংগ্রহ =১৬৫১৫৯ (৭৩.৮৪%) আতপ চাল সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা =১৪৫৩০ মে.টন, সংগ্রহ =৪৫৩০ (৩১.১৭%) চলতি গম সংগ্রহ/২০২১ মৌসুমে বিভাগের অতিরিক্তসহ মোট ৪০২৭২ মে.টন লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৩৮৭৪০ মে.টন গম সংগ্রহ করা হয়েছে। আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, রাজশাহী অঞ্চল সভায় আরো জানান যে, কোভিড-১৯ মহামারীকালে সরকার খাদ্যবিভাগ ও কৃষিবিভাগের মাধ্যমে গরীব-দুখী মানুষের মধ্যে খাদ্য সহায়তা প্রদানের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। সারাদেশে প্রশাসনের সহযোগিতায় বিশেষ ওএমএস এবং সাধারণ ওএমএস কার্যক্রম চলমান রয়েছে। রাজশাহী মহানগরীতে ৩টি ট্রাকের মাধ্যমে, বিভিন্ন জেলা শহরে এবং জেলা শহরের বাইরে উপজেলা পর্যায়ে পৌরসভাগুলোতেও বিশেষ ওএমএস কার্যক্রম চালু রয়েছে। জেলা শহর বহির্ভূত পৌরসভাগুলোতেও ১৯৪ জন ওএমএস ডিলারের মাধ্যমে কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। এছাড়াও প্রত্যেক জেলা শহরে সাধারণ ওএমএস কার্যক্রম অব্যাহত আছে। বর্তমানে রাজশাহী বিভাগে চাল ও গম এর মজুদ অত্যন্ত সন্তোষজনক অবস্থায় রয়েছে। খাদ্যের মান যাচাই করে ধান/চাল/গম সংগ্রহ করার বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। ধান/চাল/গম অর্থাৎ খাদ্য সংগ্রহে অনিয়ম পরিলক্ষিত হলে তৎক্ষণাৎ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সভায় আলোচনা করা হয়। আগামী সেপ্টেম্বর, অক্টোবর ও নভেম্বর/২০২১ মাসে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি শুরু হবে। এ উপলক্ষ্যে সকল প্রস্তুতি গ্রহণ করার জন্য জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকদেরকে অনুরোধ করা হয়েছে। এ বিভাগে ৭৭৩০০০ কার্ড রয়েছে। প্রতিমাসে ২৩০০০ মে.টন চাল ১০ টাকা কেজিদরে বিক্রয় করা হবে। জেলা প্রশাসক, নাটোর বলেন যে, নাটোর খাদ্য গুদামে পঁচা চাল সংগ্রহ এবং মৃত ব্যক্তির সাথে চাল সংগহের চুক্তির একটি ঘটনা ঘটেছে। বিষয়টি যথাযথ তদন্তপূর্বক আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভায় আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, রাজশাহী অঞ্চলের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ নীতমালা, ২০১৭ অনুযায়ী ধান/চাল/গম সংগ্রহ করার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	১। অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ নীতমালা, ২০১৭ অনুযায়ী ধান/চাল/গম সংগ্রহ শতভাগ অর্জনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। ২। বিশেষ ওএমএস এবং সাধারণ ওএমএস কর্মসূচি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। ৩। খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নে সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করতে হবে। ৪। নাটোর খাদ্য গুদামে পঁচা চাল সংগ্রহ এবং মৃত ব্যক্তির সাথে চাল সংগহের চুক্তির বিষয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ৫। ধান/চাল/গম অর্থাৎ খাদ্য সংগ্রহে অনিয়ম পরিলক্ষিত হলে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক (সকল) রাজশাহী বিভাগ ২। আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, রাজশাহী অঞ্চল, রাজশাহী
ক্র. নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৬	**কৃষি বিভাগ:** সভায় জানানো হয় যে, অত্র অঞ্চলে ২০২০-২১ অর্থ বছরে আবাদ হয়েছে আউশ ধানের হাইব্রিড জাত ৫৫৫২ হেক্টার,	১। হাইব্রিড জাতের ধানের বিকল্প জাত	১। জেলা প্রশাসক (সকল), রাজশাহী বিভাগ

	উফশী জাত ১৬৯৩৭৯ হেক্টর; রোপা আমন ধান হাইব্রিড জাত ২৯৩৭ হেক্টর, উফশী জাত ৩৫৮৮৬৩ হেক্টর এবং বোরো ধানের হাইব্রিড জাত ২৪৪৩৩ হেক্টর, উফশী জাত ৩৩৮৭২৪ হেক্টর। হাইব্রিড জাতের ধানের বিকল্প উফশী ইনব্রিড ও ফাইন রাইস জাতের ধান চাষাবাদে কৃষকদেরকে উৎসাহিত করার কারণে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে আবাদ বৃদ্ধি পাচ্ছে। অত্র অঞ্চলে ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ফল আবাদ হয়েছে আম-৮১,০১৫ হে., পেয়ারা-৪,৭১৭ হে., মাল্টা-২৯২ হে., ড্রাগন ফ্রুট-৩১ হে., কুল-১৯৪৭ হে., অন্যান্য-১৮,৮৫৩ হেক্টর। ২০২০-২১ অর্থ বছরে আবাদ হয়েছে আম-৮৪,৩৮৮ হে., পেয়ারা- ৪,৮৯৩ হে., মাল্টা-৬০০ হে., ড্রাগন ফ্রুট-১০৩ হে., কুল-১৯৭৮ হে., অন্যান্য-১৭,৩৮৮ হেক্টর। ফলের আবাদ বৃদ্ধি পাচ্ছে। কৃষি উৎপাদনের পাশাপাশি কৃষককে লাভজনক, রপ্তানিমুখী বিভিন্ন ফল চাষাবাদ করার জন্য কৃষকদের উৎসাহিতকরণ অব্যাহত রয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রজ্ঞাপন মোতাবেক লকডাউনের মধ্যেও কৃষি পণ্য বা উপকরণ পরিবহণ লকডাউনের আওতার বাহিরে থাকায় কৃষি পণ্য/ উপকরণ পরিবহণের জন্য ম্যাংগো স্পেশাল ট্রেন, অনলাইন, কৃরিয়ার সার্ভিস কার্যক্রম চালু আছে। কৃষি কার্যক্রম নির্বিঘ্নে চালু রাখতে শ্রমিকদের যাতায়াতের সুবিধার জন্য প্রত্যয়ণ পত্র প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়াও লকডাউনের মধ্যেও কৃষি পণ্য বা উপকরণ পরিবহণে সহযোগিতা অব্যাহত রাখার বিষয়ে ডিএইর উপপরিচালকগণ জেলা প্রশাসনের সাহিত সার্বক্ষনিক যোগাযোগ রেখে কৃষি পণ্য সরবরাহ নির্বিঘ্ন রাখছেন। অতিরিক্ত পরিচালক, সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রাজশাহী সভায় আরো জানান যে, এ সময় রোপা-আমনের মৌসুম চলছে। প্রায় ৮৫ ভাগ রোপা-আমন লাগানো হয়েছে। ৩,৯৫,০০০ হে. জমি রোপা-আমন চাষের লক্ষ্যমাত্রা ছিল। তন্মধ্যে প্রায় ৩,২৫,০০০ হে. জমিতে রোপা-আমন লাগানো হয়েছে। এবার যদি বন্যা না হয়, তাহলে রোপা-আমনের আবাদ লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশি হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। ধান উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ঠিক রেখে ঐ জমিতে লাভজনক, রপ্তানিমুখী বিভিন্ন ফল ও অন্যান্য ফসল চাষাবাদের বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। প্রতিবছর আবাদি জমির পরিমাণ কমে যাওয়ার বিষয়ে সভাপতি সভায় জানতে চাইলে, অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রাজশাহী জানান যে, নতুন বসতবাড়ি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, রাস্তাঘাট প্রভৃতি নির্মাণের ফলে আবাদি জমির পরিমাণ কমে যাচ্ছে। কি পরিমাণে আবাদি জমির পরিমাণ কমছে সে বিষয়টি তিনি পরে জানাবেন বলে সভাকে অবহিত করেন। জেলা প্রশাসক, জয়পুরহাট তাঁর জেলায় সারের অপর্যাপ্ততার বিষয়টি সভাকে অবহিত করেন। রাজশাহী ও বগুড়া অঞ্চলের ৮জেলায় যদি সারের অপর্যাপ্ততা থাকে তাহলে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করে সারের অপর্যাপ্ততার বিষয়টি সমাধান করার জন্য অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রাজশাহী ও বগুড়া অঞ্চলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।	ইনব্রিড জাত, ফাইন রাইস জাতের ধান চাষাবাদে কৃষকদেরকে উৎসাহিত করতে হবে। ২। ধান উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ঠিক রেখে ঐ জমিতে লাভজনক, রপ্তানিমুখী বিভিন্ন ফল ও অন্যান্য ফসল চাষাবাদ করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। ৩। রাজশাহী ও বগুড়া অঞ্চলে সারের ঘাটতি পরিলক্ষিত হলে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।	২। অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রাজশাহী অঞ্চল ৩। অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বগুড়া অঞ্চল

ক্র. নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৭	**<u>গণপূর্ত বিভাগ:</u>** অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত জোন জানান যে, কোভিড-১৯ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বিভাগীয় এবং জেলা পর্যায়ের হাসপাতালগুলোতে প্রয়োজনীয় মেরামত করা হয়েছে। রাজশাহী জোনের আওতায় ১৯টি মন্ত্রণালয়ের সাথে কাজ করা হচ্ছে। গুরুত্বপূর্ণ কাজের মধ্যে রয়েছে রূপপুর গ্রীনসিটি তৈরি। ১৯টি ২০তলা বিল্ডিং নির্মাণ করা হয়েছে। আরেকটি ২০তলা বিল্ডিং এর নির্মাণ করা চলমান রয়েছে। বিভাগীয় শহরে নভোথিয়েটারের কাজ চলছে। আগামী ডিসেম্বর ২০২১ এর মধ্যে উক্ত কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হবে বলে তিনি সভায় আশাবাদ ব্যক্ত করেন। সিরাজগঞ্জ এর হাটিকুমরুলে অবৈধভাবে লাভবান হওয়ার জন্য নির্মিত স্থাপনার বিষয়ে ভূমি অধিগ্রহণের আগের ভিডিও ও পরের ভিডিও আমলে নিয়ে উক্ত স্থাপনার বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। বিভাগীয় কমিশনার, রাজশাহী এর অফিসে নতুন সম্মেলন কক্ষ নির্মাণ কাজ চলছে। উক্ত নির্মাণ কাজ মানসম্মত উপায়ে দ্রুত সমাপ্ত করার বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। জেলা প্রশাসক, রাজশাহী জানান যে, রাজশাহী জেলখানার ভিতরে ড্রেনে দীর্ঘদিন যাবৎ পানি জমে থাকায় পঁচা দুর্গন্ধে অস্বস্তিকর পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। রাজশাহী জেলখানার ভিতরের ড্রেনসহ আশেপাশের ড্রেনগুলো পরিস্কার রাখার বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।	১। বিভাগীয় কমিশনার, রাজশাহী এর অফিসে নির্মাণাধীন নতুন সম্মেলন কক্ষ এর কাজের মান ঠিক রেখে দ্রুত সমাপ্ত করতে হবে। ২। রাজশাহী জেলখানার ভিতরে পানি জমে থাকায় জেলখানার ড্রেনসহ আশেপাশের ড্রেনগুলো পরিস্কার রাখার বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। ৩। সিরাজগঞ্জ এর হাটিকুমরুলে অবৈধভাবে লাভবান হওয়ার জন্য নির্মিত স্থাপনার বিষয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক(সকল), রাজশাহী বিভাগ ২। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন ৩। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত জোন, রাজশাহী

৮	**সড়ক ও জনপথ বিভাগ সংক্রান্ত:** সভায় জানানো হয় যে, বিভিন্ন সংস্থার সাথে সমন্বয় পূর্বক সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কাজ করতে বদ্ধপরিকর। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে, রাজশাহী সড়ক জোনের আওতাধীন রাজশাহী/নওগাঁ/নবাবগঞ্জ /পাবনা/সিরাজগঞ্জ/নাটোর সড়ক বিভাগাধীন বিভিন্ন সড়ক/মহাসড়কের পার্শ্বে নেসকো/পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি কর্তৃক নতুন বৈদ্যুতিক লাইন স্থাপন এবং পুরাতন লাইন প্রতিস্থাপনের সময় বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সওজের সংগে যোগাযোগ করা হয় না। ফলে পরবর্তীতে সওজ কর্তৃক সড়ক প্রশস্তকরণ বা উন্নয়নের সময় ক্ষতিপূরণ প্রদান করে পুনরায় লাইন সরাতে হয়। এতে করে প্রকল্প বাস্তবায়ন বিলম্বিত ও সরকারি অর্থের অপচয় হয়। স্বাস্থ্যবিধি মেনে নির্মাণ কাজ স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা অব্যাহত আছে। শ্রমিক/নির্মাণ কর্মীদের যাতায়াতের জন্য ঠিকাদার কর্তৃক আলাদা যানবাহনের ব্যবস্থা আছে। দিন শেষে তারা স্ব-স্ব লেবার শেডে অবস্থান করছে। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী , সওজ, রাজশাহী জোন জানান যে, ২০২১-২২ অর্থ বছরে উন্নয়ন প্রকল্প এবং রক্ষণাবেক্ষণ খাতে বরাদ্দ পাওয়া গেছে। রাজশাহী জোনের অধীনে ১১টি উন্নয়ন প্রকল্প রয়েছে। তন্মধ্যে ৪টি প্রকল্পের কাজ এ বছরই সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত রয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ ২টি প্রকল্পের মধ্যে ১টি প্রকল্প রয়েছে নাটোর শহরে ৪ লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্প। প্রকল্পটির ৫০০ মিটার জায়গা অধিগ্রহণ প্রয়োজন। অধিগ্রহণ বিষয়ে কিছুটা জটিলতা রয়েছে। অপর প্রকল্পটি হচ্ছে সিরাজগঞ্জ শহরে ৪ লেন প্রকল্প । সিরাজগঞ্জ শহরের সয়দাবাদ মোড় হতে নলকা পর্যন্ত ২১ কি.মি. এর একটি প্রকল্প। এই প্রকল্পের ২.৫ কি. মি. রাস্তায় ভূমি অধিগ্রহণ প্রয়োজন। এছাড়াও উল্লাপাড়া ওভারপাস নির্মাণাধীন রয়েছে, যা এ বছর সমাপ্ত হবে মর্মে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। অন্যান্য প্রকল্পের কাজ স্বাভাবিকভাবে চলমান রয়েছে। সওজ এর ভূমি অধিগ্রহণ সংশ্লিষ্ট প্রকল্পগুলোতে জটিলতা নিরসনে সভায় সহযোগিতা কামনা করা হয়।	১। সড়ক বিভাগের সাথে সমন্বয় করে সঠিক জায়গায় বৈদ্যুতিক পোল স্থাপন করতে হবে। ২। সওজ এর ভূমি অধিগ্রহণ সংশ্লিষ্ট প্রকল্পগুলোতে অধিগ্রহণ বিষয়ে জটিলতা নিরসনে সহযোগিতা অব্যাহত রাখতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক (সকল), রাজশাহী বিভাগ ২। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ, রাজশাহী জোন। ৩। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ, রংপুর জোন ৪। প্রধান প্রকৌশলী, নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি লি:, রাজশাহী
ক্র. নং	**আলোচনা**	**সিদ্ধান্ত**	**বাস্তবায়নকারী**

৯	**স্থানীয় সরকার বিভাগ:** সভায় জানানো হয় যে, ইমারত বিধিমালা-১৯৯৬ অনুসরণ করে প্ল্যান পাস করেই বিল্ডিং নির্মাণ এবং বিল্ডিং নির্মাণের সময় সাইট সংলগ্ন রাস্তা হতে বিধি অনুযায়ী দূরত্ব বজায় রেখে বিল্ডিং নির্মাণ হচ্ছে কিনা তা মনিটরিং করার জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা নির্বাহী প্রকৌশলী এবং উপজেলা প্রকৌশলীগণকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। মনিটরিং কার্যক্রম চলমান রয়েছে। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর আরো জানান যে, জেলা পর্যায়ে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর এর যে প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নাধীন রয়েছে, সেখানে কোন অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হলে, সে বিষয়টি অবহিতকরণের জন্য জেলা প্রশাসক (সকল) রাজশাহী বিভাগে এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। অন্যান্য কার্যক্রম স্বাভাবিক রয়েছে মর্মে তিনি সভাকে অবহিত করেন।	১। ইমারত বিধিমালা-১৯৯৬ অনুসরণ করে প্ল্যান অনুমোদন করে বিল্ডিং নির্মাণ করতে হবে। ২। জেলা পর্যায়ে এলজিইডি এর প্রকল্প বাস্তবায়নে কোন অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হলে তৎক্ষণাৎ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে অবহিত করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক(সকল), রাজশাহী বিভাগ ২। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, রাজশাহী বিভাগ
১০	**জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর:** সভায় জানানো হয় যে, রাজশাহী বিভাগের আওতাধীন ৮টি জেলায় চলমান পল্লী অঞ্চলে চলমান প্রকল্পসমূহের মধ্যে ৮টি প্রকল্পের আওতায় ২০২১-২২ অর্থ বছরে মোট ২৫৪৪৪টি সাবমার্সিবল পাম্পযুক্ত নলকূপ ও অন্যান্য পানির উৎস স্থাপন কাজের বরাদ্দের বিপরীতে প্রতিবেদন মাস পর্যন্ত ১৩৫০টি পানির উৎস স্থাপন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বাকি পানির উৎস স্থাপন কাজ চলমান রয়েছে। তিনি আরো জানান যে, রাজশাহী বিভাগে আশ্রয়ণ প্রকল্পে পানি সরবরাহের জন্য ১০৪৬টি নলকূপ ছিল। তন্মধ্যে ৮০০টি নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে। বাকি নলকূপগুলো স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে। ২য় পর্যায়ে যে ঘরগুলো নির্মাণ করা হচ্ছে, সেখানে যে নলকূপগুলো স্থাপন করা হবে, তার চাহিদা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে। রাজশাহী বিভাগের চাঁপাইনবাবগঞ্জ, রাজশাহী জেলার কিছু উপজেলা এবং নওগাঁ জেলাতে সাবমার্সিবল পাম্পসহ টিউবওয়েল স্থাপন করা হচ্ছে। অন্যান্য জেলাতে অগভীর নলকূপ বা তারা নলকূপ স্থাপন করা হচ্ছে। তিনি আরো জানান যে, অনেক উপজেলাতে আশ্রয়ণ প্রকল্পে টয়লেটের পিট ঘরের সামনে করা হয়েছে। এটা ভবিষ্যতে পরিবেশগত অসুবিধার কারণ হতে পারে মর্মে সভায় আলোচনা করা হয়। এই টয়লেটের পিট ঘরের পিছনে/পাশে নির্মাণ করার বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। কয়েকটি টয়লেটের মল পাইপের মাধ্যমে একটি বড় পিটে জমে করে বায়োগ্যাস উৎপাদন করার বিষয়ে অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর সভায় পরামর্শ প্রদান করেন।	১। মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে গৃহহীন ও ভূমিহীন পরিবারের জন্য আশ্রয়ণ প্রকল্পে সুপেয় পানি সরবরাহের লক্ষ্যে টিউবওয়েল স্থাপনের কাজ অব্যাহত রাখতে হবে। ২। উপজেলাগুলোতে আশ্রয়ণ প্রকল্পে টয়লেটের পিট ঘরের পিছনে/পাশে নির্মাণ করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক(সকল), রাজশাহী বিভাগ ২। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, রাজশাহী বিভাগ ৩। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, রাজশাহী সার্কেল
ক্র. নং	**আলোচনা**	**সিদ্ধান্ত**	**বাস্তবায়নকারী**

১১	**পানি উন্নয়ন বোর্ড:** সভায় জানানো হয় যে, বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনার আওতায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের (বাপাউবো) বিভিন্ন প্রকল্পে নদী ও খাল ড্রেজিং/খনন কাজ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। উক্ত ড্রেজিং/খনন কাজের অ্যালাইনমেন্ট বরাবর অসংখ্য ব্রীজ/কালভার্ট রয়েছে। ব্রীজ/কালভার্ট ইত্যাদির কোন ক্ষতি না হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে বাপাউবো'র নকশা সার্কেল কর্তৃক অনুমোদিত নকশা মোতাবেক ফাউন্ডেশন ট্রিটমেন্ট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) বাস্তবায়ন পূর্বক ড্রেজিং/খনন কাজ বাস্তবায়ন হচ্ছে। বন্যার ক্ষয়ক্ষতি এড়াতে ঝুকিঁপূর্ণ/ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধসমূহ মেরামতের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। তিনি আরো জানান যে, প্রধান প্রকৌশলী কোভিড-১৯ পজিটিভ হওয়ায় তাঁর পক্ষে নির্বাহী প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী সভায় প্রতিনিধিত্ব করছেন। সভাপতি বলেন যে, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার সদর উপজেলা এবং শিবগঞ্জ উপজেলায় পদ্মানদীতে পানি বৃদ্ধি পেয়েছে। বগুড়া জেলার ধুনট, সারিয়াকান্দি উপজেলায় পানি বৃদ্ধি পেয়েছে। উল্লিখিত দুই জেলাসহ অন্যান্য বন্যা প্রবণ জেলাগুলো নিয়মিত পরিদর্শন করে পর্যবেক্ষণে রাখার বিষয়ে সভায় প্রতিনিধি পানি উন্নয়ন বোর্ডের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।	১। নদী খননের ফলে ব্রিজ, রাস্তা, প্রতিষ্ঠানসহ যে কোন স্থাপনার যেন ক্ষতি না হয় এমনভাবে নদী খনন করতে হবে। ২। বন্যার ক্ষয়ক্ষতি এড়াতে ঝুকিঁপূর্ণ /ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধসমূহ মেরামতের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। ৩। চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বগুড়া জেলাসহ অন্যান্য বন্যা প্রবণ জেলাগুলো নিয়মিত পরিদর্শন করে পর্যবেক্ষণে রাখতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক (সকল), রাজশাহী বিভাগ ২। প্রধান প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী
১২	**বিভাগীয় প্রাণিসম্পদ দপ্তর:** পরিচালক, বিভাগীয় প্রাণিসম্পদ দপ্তর, রাজশাহী সভায় জানান যে, রাজশাহী বিভাগের ৮টি জেলায় মোট কোরবানীযোগ্য পশুর সংখ্যা ছিল ২৩,৯২,৪১৯টি। গত ঈদ-উল আযহা উপলক্ষ্যে রাজশাহী বিভাগে মোট পশু কোরবানী করা হয়েছে ১৮,৩৩,১৪৫টি, যার মধ্যে গরু ও মহিষের সংখ্যা ৬,১৬,৭৩৩টি এবং ছাগল-ভেড়ার সংখ্যা ১২,১৬,৪১২টি। রাজশাহী বিভাগ থেকে প্রায় ৩,৩২,০০০টি পশু অন্য বিভাগের চাহিদা পূরণের জন্য চলে গেছে। অবশিষ্ট প্রায় ২,২৭,০০০টি পশু অ-বিক্রিত অবস্থায় রয়ে গেছে। এ বছর করোনা পরিস্থিতিতে, অনলাইন প্ল্যাট ফরমে কোরবানীর পশু বিক্রি আশাতীতভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এ বছর রাজশাহী বিভাগে প্রায় ৫৮,৯৫০টি পশু অনলাইন প্ল্যাট ফরমের মাধ্যমে বিক্রি হয়েছে। যার আনুমানিক মূল্য প্রায় ৩৫৪কোটি ১১ লক্ষ টাকা। তিনি আরো জানান যে, এ বছর এ বিভাগে কোরবানীর জন্য বড় পশুর চেয়ে ছোট পশুর চাহিদা বেশি ছিল।	১। পশু পালনে খামারীদেরকে উৎসাহিত করতে হবে। ২। পশুকে সুস্থ রাখতে খামারীদেরকে পরামর্শ প্রদান করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক (সকল), রাজশাহী ২। পরিচালক, বিভাগীয় প্রাণিসম্পদ দপ্তর, রাজশাহী

১৩	**মৎস্য বিভাগ:** সভায় জানানো হয় যে, জাটকা সংরক্ষণ আইন যথাযথ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। চলতি অর্থ বৎসরে জুন,২০২১ মাস পর্যন্ত ক)জাটকা সংরক্ষণ আইন :৫৩টি মোবাইল কোর্ট, ১৩৯৯টি অভিযানসহ মোট ১৮ টি মামলা এবং ৩.২লক্ষ মিটার কারেন্ট জাল, ১.৩১৮মে.ট. জাটকা আটক ও ০.৬৫৭ লক্ষ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে। এছাড়াও ২০২০ সালের ১ নভেম্বর হতে ২০২১ খ্রি. সালের ৩০ জুন পর্যন্ত জাটকা নিধন প্রতিরোধ কার্যক্রম চলমান ছিল। মৎস্য সংরক্ষণ ও মৎস্য সংক্রান্ত অন্যান্য আইনও যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে। চলতি অর্থ বৎসরে জুন ,২০২১ মাস পর্যন্ত ক)মৎস্য সংরক্ষণ আইন :৭৩২১টি খ)মৎস্য খাদ্য ও পশুখাদ্য আইন:৩৫৬টি এবং গ)মৎস্য হ্যাচারি আইন :১৭০টি যার মধ্যে ৬৩৪টি মোবাইল কোর্ট , ৭২১৩টি অভিযান বাস্তবায়নসহ মোট ৭৯০টি মামলা এবং ৬৮৬জনের জেল ও ৯.৬০৭ লক্ষ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। উপপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, রাজশাহী জানান যে, মৎস্য সপ্তাহ-২০২১ আগামী ২৮/০৮/২০২১ তারিখ থেকে উদ্যাপিত হবে। প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও বর্ষা মৌসুমে মৎস্য আইন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রশাসন এবং পুলিশ বিভাগের সহযোগিতা কামনা করা হয়। এছাড়াও মৎস্য বিভাগের অন্যান্য কার্যক্রম স্বাভাবিকভাবে চলমান রয়েছে মর্মে সভায় জানানো হয়।	১। মৎস্য সংরক্ষণ আইনসহ মৎস্য সংক্রান্ত অন্যান্য আইন যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। ২। মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক মৎস্য সপ্তাহ-২০২১ উদ্যাপন করতে হবে। ৩। বর্ষা মৌসুমে মৎস্য আইন বাস্তবায়নে প্রশাসন এবং পুলিশ বিভাগকে প্রতি বছরের ন্যায় সহযোগিতা প্রদান অব্যাহত রাখতে হবে।	১। ডিআইজি, বাংলাদেশ পুলিশ, রাজশাহী রেঞ্জ ২। জেলা প্রশাসক (সকল),রাজশাহী বিভাগ ৩। উপপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, রাজশাহী বিভাগ
ক্র. নং	**আলোচনা**	**সিদ্ধান্ত**	**বাস্তবায়নকারী**

১৪	**প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগ:** সভায় জানানো হয় যে, সংসদ টিভির মাধ্যমে ছাত্র/ছাত্রীদের পাঠদান কর্মসূচি অব্যাহত আছে। বিষয় ভিত্তিক খাতা তৈরি করে উহাতে প্রশ্ন ও উত্তর লিপিবদ্ধ করা এবং তদানুযায়ী পাঠ অভ্যাস করার জন্যও সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। সাধারণ ছুটি চলাকালীন সময় শিক্ষার্থীদের যে ক্ষতি হয়েছে তা পুষিয়ে নিতে ২, মে ২০২১ হতে ১ম-৫ম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের ওয়ার্কশিট ও অ্যাক্টিভিটিশীট বাড়ীর কাজ সপ্তাহ ওয়ারী প্রদান করা হচ্ছে। যে সমস্ত শিক্ষার্থী/ অভিভাবকের Android মোবাইল ফোন আছে তাদের Google meet এর মাধ্যমে ক্লাশ নেয়া হচ্ছে। তাছাড়া ছাত্র/ছাত্রী এবং অভিভাবকদের সাথে শিক্ষকরা মোবাইল ফোনের মাধ্যমে অথবা অন্য কোন উপায়ে নিয়মিত পাঠের অগ্রগতির বিষয় যোগাযোগ চালিয়ে যাচ্ছেন। উপপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা সভায় আরো জানান যে, কোভিড-১৯ এর কারণে প্রাথমিক শিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষাসহ সকল প্রকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকার বন্ধ ঘোষণা করেছেন ৩১/০৮/২০২১ তারিখ পর্যন্ত। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কবে খোলা যায় সে বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে শিক্ষা বিভাগের মন্ত্রী, সচিব মহোদয়ের আলোচনা হওয়ার কথা রয়েছে মর্মে তিনি সভাকে অবহিত করেন। রাজশাহী বিভাগে করোনার প্রভাব বেশি থাকার কারণে শিক্ষা কার্যক্রম কিছুদিন বন্ধ ছিল। পুনরায় শিক্ষার্থীদের ওয়ার্কশিট ও অ্যাক্টিভিটিশীট বাড়ীর কাজ সপ্তাহ ওয়ারী প্রদান করা হচ্ছে। যে সমস্ত শিক্ষার্থী/ অভিভাবকের Android মোবাইল ফোন আছে তাদের Google meet এর মাধ্যমে ক্লাশ নেয়া হচ্ছে। তাছাড়া ছাত্র/ছাত্রী এবং অভিভাবকদের সাথে শিক্ষকরা মোবাইল ফোনের মাধ্যমে অথবা অন্য কোন উপায়ে নিয়মিত পাঠের অগ্রগতির বিষয় যোগাযোগ চালিয়ে যাচ্ছেন।	১। সংসদ টিভিসহ, গুগল মীট এবং জুম সফটওয়ারের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠদান অব্যাহত রাখতে হবে। ২। ওয়ার্কশীট এবং অ্যাক্টিভিটিশীট তৈরি করে শিক্ষার্থীদের কাছে পৌছানোর ব্যবস্থা করতে হবে এবং উত্তরপত্র মূল্যায়ণ করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক (সকল), রাজশাহী বিভাগ ২। উপপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা, রাজশাহী বিভাগ

১৫	**মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ:** উপপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা জানান যে, ২০২১ সালে যারা এসএসসি পরীক্ষা দিবে তাদের এ্যাসাইনমেন্ট নেয়া-দেয়া কার্যক্রম চলমান রয়েছে। কোভিড-১৯ এর সংক্রমণ বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে রাজশাহী বিভাগের ৩টি জেলায় ৬ষ্ঠ টু ৯ম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের এ্যাসাইনমেন্ট কোন জায়গায় ৪টি আবার কোন জায়গায় ৩টি নেয়ার পরে বন্ধ ছিল। এখন আবার এ্যাসাইমেন্টগুলো জমা নেয়া হচ্ছে এবং শিক্ষার্থীদের খাতাগুলো দেখার পর কিভাবে মূল্যায়ণ করা হয়েছে, কোন অগ্রগতি লাগবে কিনা তা এক্সেল শীটে করে গত সপ্তাহে জুম ক্লাসের মাধ্যমে স্ব-স্ব বিদ্যালয়কে বলে দেয়া হয়েছে, তারা যেন মূল্যায়ণ শীটটি বিদ্যালয়ের নোটিশ বোর্ডে ঝুলিয়ে রাখে। পরবর্তি সময়ে এ্যাসাইনমেন্ট নিতে এসে অভিভাবক দেখবে তার বাচ্চার অবস্থান কি এবং কোন বিষয়ে দুর্বল থাকলে তিনি ব্যবস্থা নিতে পারবেন। তাছাড়া মাধ্যমিক বিভাগে এ্যাসাইনমেন্ট এর বিষয়ে শিক্ষার্থীদের সাড়া অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক বলে তিনি সভাকে অবহিত করেন। এসএসসি পরীক্ষার্থীদের চূড়ান্ত মূল্যায়ণের বিষয়ে জেএসসি পরীক্ষা থেকে কিছুটা মার্কস আসবে, এ্যাসাইনমেন্টের মার্কস যোগ হবে আর যদি করোনা পরিস্থিতি ভাল হয় তাহলে নৈর্বাচনিক পরীক্ষা বিষয়ে যে সংক্ষিপ্ত সিলেবাস দেয়া আছে সেই সিলেবাসের উপর পরীক্ষা নিয়ে সে মার্কসটাও যোগ হবে। অর্থাৎ ৩টি বিষয়ের মার্কস একত্রিত করে পরীক্ষার্থীদের চূড়ান্ত ফলাফল দেয়া হবে। পরীক্ষা নেয়া সম্ভব না হলে জেএসসি পরীক্ষা এবং এ্যাসাইনমেন্টের মার্কস যোগ করে এসএসসি পরীক্ষার্থীদের ফলাফল দেয়া হবে। পরীক্ষা নেয়া সম্ভব না হলে এসএসসি পরীক্ষা এবং এ্যাসাইনমেন্টের মার্কস যোগ করে এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের ফলাফল দেয়া হবে। জেএসসি পরীক্ষার বিষয়ে এখনও কোন নির্দেশনা পাওয়া যায়নি বলে তিনি সভাকে অবহিত করেন।	১। এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার চূড়ান্ত ফলাফল নির্ধারণের মূল্যায়ণ পদ্ধতি শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদেরকে অবহিত করতে হবে। ২। শিক্ষার্থীদের এ্যাসাইনমেন্ট সংক্রান্ত খাতাগুলো মূল্যায়ণের ক্ষেত্রে মন্তব্যগুলো লেখা হচ্ছে কিনা তা মনিটরিং করতে হবে। ৩। কোন শিক্ষার্থী কোন বিষয়ে বা এ্যাসাইমেন্টে দুর্বল থাকলে তাকে সে অবস্থা থেকে উত্তরণে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক (সকল), রাজশাহী বিভাগ ২। উপপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা, রাজশাহী অঞ্চল
ক্র. নং	**আলোচনা**	**সিদ্ধান্ত**	**বাস্তবায়নকারী**

১৬	**পরিসংখ্যান বিভাগ:** যুগ্মপরিচালক, পরিসংখ্যান অফিস, রাজশাহী সভায় জানান যে, ২৫ অক্টোবর ২০২১ থেকে ৩১ অক্টোবর ২০২১ সময়ে সারা দেশে ৬ষ্ঠ জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২১ অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত জনশুমারি ও গৃহগণনা যথাযথভাবে অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে গণনাকারী ও সুপারভাইজার চুড়ান্তকরনের কাজ চলছে, যা আগস্ট ২০২১ মাসে সম্পন্ন হবে। বিবিএস কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন শ্রমশক্তি জরিপের মাধ্যমে শ্রমবাজার তথ্যের উন্নয়ন প্রকল্প এর মাধ্যমে শ্রমশক্তি জরিপ অনুষ্ঠিত হবে। এর মাধ্যমে জেন্ডারভিত্তিক কর্মসংস্থান, বেকারত্ব, শ্রম অভিবাসন এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক কর্মসংস্থান, কর্মঘন্টা এবং মজুরি সংক্রান্ত পরিসংখ্যান প্রস্তুত সম্ভব হবে। জরিপটির নমুনা এলাকায় লিস্টিং কার্যক্রম সেপ্টেম্বর মাসে এবং পরবর্তী ৩ মাস তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম চলবে। ভোক্তার মূল্য সূচক নিরূপনের মাধ্যমে জীবনযাত্রার মান নির্ধারণ ও মূল্যস্ফিতি নির্ধারণের লক্ষ্যে ৪টি দরছকের মাধ্যমে ফুড ও ননফুড দ্রব্যসামগ্রী এবং সেবার মূল্য সংগ্রহের কাজ নিয়মিত চলছে । প্রতি জেলায় ৫ জন তথ্যসংগ্রহকারী প্রতিমাসের ১১-১৯ তারিখ সময়ে নির্দিষ্টি ছকে তথ্য সংগ্রহ করেন। স্বাস্থ্যবিধি মেনে ICP বা International Comparison of Price এর আওতায় নির্ধারিত ছকে বছরব্যাপি নির্দিষ্ট পণ্যের মূল্য সংগ্রহের কাজ নিয়মিতভাবে চলছে। স্বাস্থ্যবিধি মেনে মাসিক কৃষি মজুরীসহ প্রধান ও অপ্রধান বিভিন্ন ফসলের নিয়মিত রিপোর্ট যথাসময়ে প্রেরণ করা হয়েছে। স্বাস্থ্যবিধি মেনে অন্যান্য নিয়মিত কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	১। স্বাস্থ্যবিধি মেনে জরিপের কাজ অব্যাহত রাখতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক(সকল), রাজশাহী বিভাগ ২। যুগ্মপরিচালক, পরিসংখ্যান অফিস, রাজশাহী
১৭	**পরিবেশ অধিদপ্তর:** পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, রাজশাহী সভায় আরো জানান যে, অবৈধ ইটভাটার তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। করোনাকালীন লকডাউন চলমান থাকায় মোবাইল কোর্ট পরিচালনা সম্ভব হয়নি। করোনা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সহায়তায় অবৈধ ইটভাটার বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হবে। পরিবেশ সুরক্ষায় দূষণকারী শিল্পকারখানা/শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হচ্ছেঃ- ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে জুলাই/২০২০ হতে মার্চ/২০২১ পর্যন্ত মোট ১১২টি ইট অবৈধ ইটভাটার বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে জরিমানা আদায়সহ ৩৪টি অবৈধ ইটভাটা ভেঙ্গে গুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। করোনাকালীন লকডাউন চলমান থাকায় এপ্রিল-মে-জুন/২০২১ মাসে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা সম্ভব হয়নি। চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা-২০০৮ অনুসরণপূর্বক হাসপাতাল থেকে বর্জ্য অপসারণের জন্য অত্র বিভাগীয় কার্যালয় হতে হাসপাতাল/ক্লিনিক /ডায়াগনস্টিক সেন্টার-কে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। করোনা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে অবৈধ ইটভাটার বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা বৃদ্ধি করার বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।	১। অবৈধ ইটভাটার বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে। ২। চিকিৎসা বর্জ্য বিধিমালা-২০০৮ অনুসরণপূর্বক হাসপাতাল থেকে চিকিৎসা বর্জ্য অপসারণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১। পরিচালক(স্বাস্থ্য), রাজশাহী বিভাগ ২। জেলা প্রশাসক(সকল), রাজশাহী বিভাগ ৩। পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, রাজশাহী
ক্র. নং	**আলোচনা**	**সিদ্ধান্ত**	**বাস্তবায়নকারী**

১৮	**ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর:** উপপরিচালক, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর বলেন যে, ভোক্তা-অধিকার বিরোধী কার্য ও অপরাধ প্রতিরোধের লক্ষ্যে রাজশাহী বিভাগে ২০২০-২১ অর্থ বছরে জুলাই ২০২০ হতে জুন-২০২১ পর্যন্ত সময়ে অর্থাৎ গত ২০২০-২১ অর্থ বছরে রাজশাহী মহানগরসহ রাজশাহী বিভাগের সকল জেলায় ১৭৬৪টি তদারকিমূলক অভিযান পরিচালনার মাধ্যমে ৩৩৭৯টি প্রতিষ্ঠানকে ১,৩৮,৫৭,৩০০/- টাকা জরিমানা আরোপ ও আদায় করা হয়েছে, যা ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া ভোক্তা-সাধারণ কর্তৃক দায়েরকৃত ৬০৩টি অভিযোগের মধ্যে ৫৩৪টি অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে। ৫৩৪টি নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের মধ্যে ১০৭টি অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠানকে ৫,৫৯,৫০০/- টাকা জরিমানা আরোপ ও আদায় করা হয়েছে এবং ১০৭ অভিযোগকারীকে জরিমানার ২৫% হিসেবে ১,৩৯,৮৭৫/- টাকা প্রদান করা হয়েছে। বাকী টাকা ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে। বাকী ৪২৭টি অভিযোগ নথিজাত করা হয়েছে। ভোক্তা-অধিকার বিরোধী কার্য ও অপরাধ এবং দন্ড সম্পর্কে ভোক্তা-ব্যবসায়ীদের সচেতনতা ও আইনের ব্যাপক প্রচার-প্রচারণার লক্ষ্যে রাজশাহী বিভাগে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ৬৮টি সেমিনার ও ১৬৬টি সচেতনতামূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৫মার্চ ২০২১ তারিখে বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ৬৮টি বিশ্ব ভোক্তা-অধিকার দিবস উদযাপিত হয়েছে এবং বিভিন্ন বাজার ও জনসমাগম স্থলে ভোক্তা-অধিকার আইন সম্বলিত ৫০,০০০ লিফলেট ও ৪০,০০০ প্যাম্ফলেট বিতরণ করা হয়েছে। ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর এর তদারকি কার্যক্রম আরো জোরদার করার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	১। স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণকল্পে বাজার মনিটরিংসহ অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক (সকল), রাজশাহী বিভাগ ২। উপপরিচালক, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, রাজশাহী
১৯	**সমাজসেবা অফিস:** পরিচালক, সমাজসেবা অফিস, রাজশাহী সভায় জানান যে, রাজশাহী বিভাগে সকল ধরণের ভাতা প্রদান কার্যক্রম জি টু পি পদ্ধতিতে মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে চলমান রয়েছে। ২০২০-২১ অর্থ বছরে ৪র্থ কিস্তি পর্যন্ত ভাতা এই মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে প্রদান করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থ বছরে এখনও বরাদ্দ পাওয়া যায়নি, বরাদ্দ পাওয়া গেলে বিতরণ কার্যক্রম শুরু হবে মর্মে তিনি সভাকে অবহিত করেন। অন্যান্য কার্যক্রম স্বাভাবিকভাবে চলমান রয়েছে। ভাতা প্রাপ্তিতে কোন ভাতাভোগী নাম যেন ভুলভাবে অন্তর্ভুক্ত না হয়। অর্থাৎ কোন ভাতাভোগী ভাতা প্রাপ্তিতে যেন হয়রানি বা প্রতারণার শিকার না হয়, সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করার বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।	১। ২০২১-২২ অর্থ বছরে বরাদ্দ পেলে জি টু পি পদ্ধতিতে ভাতা প্রদান করতে হবে। ২। কোন ভাতাভোগী ভাতা প্রাপ্তিতে যেন হয়রানি বা প্রতারণার শিকার না হয়, সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক (সকল), রাজশাহী বিভাগ ২। পরিচালক, সমাজসেবা অফিস, রাজশাহী

২০	**বিভাগীয় পাসপোর্ট অফিস:** উপপরিচালক, বিভাগীয় পাসপোর্ট অফিস, রাজশাহী সভায় জানান যে, ই-পাসপোর্ট কার্যক্রম স্বাভাবিক রয়েছে, কোন সমস্যা নাই। তিনি আরো জানান যে, ই-পাসপোর্ট কার্যক্রমে আবেদনকারীকে প্রথমে পাসপোর্ট অফিসের ওয়েব সাইটে ঢুকে ফরম পূরণ করতে হয়। পূরণকৃত ফরমটি প্রিন্ট করে হার্ড কপি ও সফটকপি এবং এনআইডি কার্ডসহ আসলে পাসপোর্টের কাজ করা হয়। স্বাস্থ্যবিধি মেনে ই-পাসপোর্ট এর কার্যক্রম চলমান রয়েছে মর্মে তিনি সভাকে অবহিত করেন।	১। স্বাস্থ্যবিধি মেনে ই-পাসপোর্ট সরবরাহ অব্যাহত রাখতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক (সকল), রাজশাহী বিভাগ ২। উপপরিচালক, বিভাগীয় পাসপোর্ট অফিস, রাজশাহী
ক্র. নং	**আলোচনা**	**সিদ্ধান্ত**	**বাস্তবায়নকারী**
২১	**বনবিভাগ:** বন সংরক্ষক, সামাজিক বন অঞ্জল, বগুড়া সভায় জানান যে, কয়েকটি প্রকল্প নিয়ে কাজ করা হচ্ছে। তন্মধ্যে একটি প্রকল্প হচ্ছে সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে রাজশাহী বরেন্দ্র অঞ্চলের পরিবেশ সুরক্ষা প্রকল্প। এ প্রকল্পটি রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নওগাঁ এবং নাটোর জেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। ৬০০ কি. মি. স্ট্রীপ বাগান, ১০ হে. ব্লক বাগান, ৪০,০০০ সৌন্দর্য বর্ধন চারাসহ বিভিন্ন ধরণের বনায়ন কাজ করা হচ্ছে। সুফল প্রকল্পের মাধ্যমে বাঁশ বাগান, বেত বাগান, মিশ্র বাগানের কাজ চলছে। এছাড়াও অন্যান্য প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে মর্মে তিনি সভাকে অবহিত করেন। অবৈধ করাত কল উচ্ছেদ এবং অবৈধ দখলদারদের হাত হতে বনবিভাগের জমি উদ্ধারের বিষয়ে সভায় সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করা হয়।	১। অবৈধ করাত কল উচ্ছেদ এবং অবৈধ দখলদারদের হাত হতে বনবিভাগের জমি উদ্ধারের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক (সকল), রাজশাহী বিভাগ ২। বন সংরক্ষক, সামাজিক বন অঞ্জল বগুড়া
২২	**বিভাগীয় জেলা তথ্য অফিস:** পরিচালক, বিভাগীয় জেলা তথ্য অফিস, রাজশাহী সভায় জানান যে, কোভিড-১৯ এর উপরে স্থানীয়ভাবে ২০,০০০ লিফলেট তৈরি করে বিতরণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়া কোভিড-১৯ বিষয়ে জনসচেতনতামূলক প্রচার-প্রচারণা অব্যাহত রয়েছে মর্মে তিনি সভাকে অবহিত করেন। হাট-বাজার, শপিংমল, মসজিদসহ জনসমাগম বেশি হয় এমন স্থানে লিফলেট বিতরণ সহজনসচেতনতামূলক প্রচার-প্রচারণা অব্যাহত রাখার বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	১। কোভিড-১৯ বিষয়ে লিফলেট বিতরণসহ জনসচেতনতামূলক প্রচার-প্রচারণা অব্যাহত রাখতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক (সকল), রাজশাহী বিভাগ ২। পরিচালক, বিভাগীয় জেলা তথ্য অফিস, রাজশাহী
২৩	**ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স:** উপপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, রাজশাহী সভায় জানান যে, গণপূর্ত বিভাগ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এর ১০টি প্রকল্প নিয়ে কাজ করছে। তন্মধ্যে নওগাঁ জেলার বদলগাছী, সাপাহার ও পোরশা উপজেলাতে ৩টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পগুলো দ্রুত সমাপ্ত হলে স্টেশনগুলো দ্রুত চালু করা যাবে মর্মে তিনি সভাকে অবহিত করেন। প্রকল্পগুলো দ্রুত সমাপ্তকরণের বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার বিষয়ে গণপূর্ত বিভাগ এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।	১। গণপূর্ত বিভাগ কর্তৃক নওগাঁ জেলাতে বাস্তবায়নাধীন ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এর ৩টি প্রকল্প দ্রুত সমাপ্তকরণের বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক (সকল), রাজশাহী বিভাগ ২। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত জোন, রাজশাহী ৩। উপপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, রাজশাহী
২৪	**বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ):** এ বিভাগের সকল দপ্তরের ২০২১-২২ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং বিভিন্ন কার্যসম্পাদনের প্রমাণক সংরক্ষণের বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	১। এ বিভাগের সকল দপ্তরকে ২০২১-২২ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং বিভিন্ন কার্যসম্পাদনের প্রমাণক সংরক্ষণ করতে হবে।	বিভাগীয় দপ্তর প্রধানগণ

অত:পর জুম প্লাটফর্মের মাধ্যমে অনলাইনে সভার আলোচনায় স্বত:স্ফুর্তভাবে অংশগ্রহণ করার জন্য সদস্যদের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। সভায় আর কোনো আলোচ্য বিষয় না থাকায় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

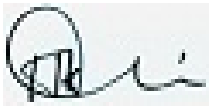

ড. মো: হুমায়ুন কবীর
বিভাগীয় কমিশনার

স্মারক নম্বর: ০৫.৪৩.০০০০.০০৮.১৩.০০১.২১.৬৮৯

তারিখ: ১৭ ভাদ্র ১৪২৮
০১ সেপ্টেম্বর ২০২১

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সদয় অবগতির জন্য)
২) সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সদয় অবগতির জন্য)
৩) সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
৪) উপমহা পুলিশ পরিদর্শক, রাজশাহী রেঞ্জ, রাজশাহী
৫) মহাপরিচালক, রেশন উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী
৬) পরিচালক, রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
৭) পরিচালক (স্বাস্থ্য), রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী
৮) মহাব্যবস্থাপক, পশ্চিমাঞ্চল, বাংলাদেশ রেলওয়ে, রাজশাহী
৯) প্রধান প্রকৌশলী, নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি লি:, রাজশাহী
১০) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন, রাজশাহী
১১) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, রাজশাহী ওয়াসা
১২) অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ, রাজশাহী জোন
১৩) অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী
১৪) পরিচালক , বিভাগীয় প্রাণিসম্পদ দপ্তর, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী
১৫) প্রধান প্রকৌশলী, উত্তর পশ্চিমাঞ্চল, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, সপুরা, রাজশাহী
১৬) অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত জোন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী
১৭) পরিচালক, বিভাগীয় সমাজসেবা কার্যালয়, রাজশাহী
১৮) পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, বিভাগীয় কার্যালয়, নিশিন্দা, উপশহর, বগুড়া
১৯) পরিচালক, বিভাগীয় শ্রম অধিদপ্তর, রাজশাহী
২০) পরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, রাজশাহী
২১) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা , রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
২২) অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ, রংপুর জোন
২৩) জেলা প্রশাসক, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, রাজশাহী
২৪) জেলা প্রশাসক, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নাটোর
২৫) জেলা প্রশাসক, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নওগাঁ
২৬) জেলা প্রশাসক, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, চাঁপাইনবাবগঞ্জ
২৭) জেলা প্রশাসক, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, পাবনা
২৮) জেলা প্রশাসক, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সিরাজগঞ্জ
২৯) জেলা প্রশাসক, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, বগুড়া

৩০) জেলা প্রশাসক, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, জয়পুরহাট
৩১) অধিনায়ক , র‍্যাব-৫, রাজশাহী
৩২) উপ-মহাপরিচালক, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী, রাজশাহী রেঞ্জ
৩৩) অতিরিক্ত পরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, রাজশাহী
৩৪) আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা, রাজশাহী অঞ্চল
৩৫) পরিচালক, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, বিভাগীয় জেলা তথ্য অফিস, রাজশাহী
৩৬) মহাব্যবস্থাপক-১, , টেলিযোগাযোগ অঞ্চল (উত্তরাঞ্চল), রাজশাহী
৩৭) পরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী
৩৮) পরিচালক, বিএসটিআই, নওদাপাড়া, রাজশাহী
৩৯) পরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, রাজশাহী
৪০) অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রাজশাহী অঞ্চল
৪১) অতিরিক্ত পরিচালক , কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বগুড়া অঞ্চল
৪২) আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, রাজশাহী অঞ্চল, রাজশাহী
৪৩) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, , জেলা পরিষদ, রাজশাহী
৪৪) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ, নাটোর
৪৫) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ, নওগাঁ
৪৬) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ
৪৭) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ, পাবনা
৪৮) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ, সিরাজগঞ্জ
৪৯) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা , জেলা পরিষদ, বগুড়া
৫০) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ, জয়পুরহাট
৫১) উপপরিচালক , মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, রাজশাহী অঞ্চল, রাজশাহী
৫২) উপপরিচালক , প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী
৫৩) নির্বাহী প্রকৌশলী , শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, রাজশাহী
৫৪) যুগ্মপরিচালক (সার) , বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, রাজশাহী বিভাগ
৫৫) যুগ্মপরিচালক (বীজ বিপণন), বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, রাজশাহী বিভাগ
৫৬) বন সংরক্ষক, সামাজিক বন অঞ্চল, বগুড়া
৫৭) উপপরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, রাজশাহী বিভাগ
৫৮) উপপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী
৫৯) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, রাজশাহী জোন, রাজশাহী
৬০) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, রাজশাহী
৬১) যুগ্মপরিচালক , বিভাগীয় পরিসংখ্যান অফিস, রাজশাহী
৬২) অধ্যক্ষ, রাজশাহী মেডিকেল কলেজ, রাজশাহী
৬৩) অধ্যক্ষ, শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ, বগুড়া
৬৪) অধ্যক্ষ, পাবনা মেডিকেল কলেজ, পাবনা
৬৫) অধ্যক্ষ , শহীদ এম. মনসুর আলী মেডিকেল কলেজ, সিরাজগঞ্জ
৬৬) অধ্যক্ষ, নওগাঁ মেডিকেল কলেজ, নওগাঁ
৬৭) উপপরিচালক (চ:দা:), বিভাগীয় ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর, রাজশাহী
৬৮) উপপরিচালক, আঞ্চলিক লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, রাজশাহী
৬৯) যুগ্মনিবন্ধক, বিভাগীয় সমবায় অফিস, রাজশাহী
৭০) উপপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, রাজশাহী
৭১) উপপ্রধান তথ্য অফিসার, আঞ্চলিক তথ্য অফিস, রাজশাহী

৭২) উপপরিচালক, আঞ্চলিক স্কাউট অফিস, রাজশাহী
৭৩) উপপরিচালক, বিভাগীয় সঞ্চয় অফিস, রাজশাহী
৭৪) উপপরিচালক , বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস, রাজশাহী
৭৫) উপপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, রাজশাহী
৭৬) আঞ্চলিক পরিচালক, বিসিক আঞ্চলিক অফিস, রাজশাহী
৭৭) বিভাগীয় ব্যবস্থাপক , ব্র্যাক, রাজশাহী
৭৮) আঞ্চলিক প্রকল্প পরিচালক , বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, রাজশাহী
৭৯) জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসার, রাজশাহী
৮০) জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসার, পাবনা
৮১) জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসার , বগুড়া
৮২) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী , জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, রাজশাহী সার্কেল, রাজশাহী
৮৩) উপপরিচালক , জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, বিভাগীয় কার্যালয়, রাজশাহী
৮৪) সহকারী প্ল্যানার , নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, রাজশাহী
৮৫) বিভাগীয় কমিশনারের একান্ত সচিব, রাজশাহী (কমিশনার মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
৮৬) সহকারী কমিশনার, নেজারত শাখা, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, রাজশাহী
৮৭) গোপনীয় সহকারী, উন্নয়ন, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, রাজশাহী
৮৮) সাঁটলিপিকার , গোপনীয় শাখা, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, রাজশাহী
৮৯) গোপনীয় সহকারী, সার্বিক, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, রাজশাহী
৯০) গোপনীয় সহকারী, রাজস্ব, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, রাজশাহী
৯১) গোপনীয় সহকারী, স্থানীয় সরকার, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, রাজশাহী

এ. এন. এম. মঈনুল ইসলাম
অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার